দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ১ ...

বুয়েটঃ শেষ হইয়াও হইল না শেষ

ছোট গল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ।' প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সংকট সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। দু'মাসাধিককাল অচলাবস্থা চলার পর যখন বুয়েট শিক্ষকরা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখনই ছাত্ররা বিশ্বকাপ ফুটবলের অজুহাতে ক্লাস বর্জনের ডাক দেয়। শিক্ষার্থীদের অন্যায় আবদারকে অগ্রাহ্য না করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক মাসের জন্য সকল ক্লাস স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এটা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ বলা যায়কি?

মাস কয়েক আগে স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত করায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রথমে শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদে ধর্মঘট করলেও পরবর্তীকালে শিক্ষকরাও জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের মতবিরোধ দেখা দেয়ায় ১৫ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেন। এই প্রেক্ষাপটে সরকার উল্লেখিত ১৫ জন শিক্ষকের পদত্যাগ প্রত্যাহারের ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বেঁকে বসে। তারা পাল্টা ধর্মঘট ও পদত্যাগের হুমকি দেয়। এভাবে দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাটি শিক্ষকদের তৈরি এবং এটি তাদেরই সমাধান করতে হবে। দীর্ঘ এ অচলাবস্থা চলার পর শিক্ষকরা গত রোববারই ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু সেদিন শিক্ষকরা ক্লাসে গেলেও শিক্ষার্থীরা যায়নি। তারা দাবি জানায় যে, বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস স্থগিত রাখতে হবে। অভিনব আবদার। বিশ্বকাপ খেলার সময় সারাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা চলছে। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে। তাতে বিশ্বকাপ খেলা দেখতে অসুবিধা না হলেও বুয়েটের গুণধর ছাত্রদের জন্যই যত সমস্যা। তাও ক্লাস চলাকালীন সময়ে কোন খেলা হচ্ছে না। বিশ্বকাপের সবগুলো খেলাই শুরু হয় সন্ধ্যা ৬টার পর। তারপরে তথাকথিত শিক্ষার্থীদের আবদারের মুখে শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস আরো এক মাস স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

ভাবখানা এমন যে, শিক্ষকরা দু'মাস ধর্মঘট করেছে, এখন ছাত্ররা এক মাস ক্লাশ বন্ধ রাখবে। এই সিদ্ধান্ত কেবল অচলাবস্থার মেয়াদকেই বাড়িয়ে দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে সুগভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। যোগ্য শিক্ষকদের যোগ্য ছাত্রই বটে।